০৪-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের উপর অনেক বিকর্মের বোঝা চেপে আছে। যার কারণে এতদিন পর্যন্ত্য তোমাদের এই শারীরিক অসুস্থতা, দুর্বলতা ইত্যাদি হয়েই চলেছে। কিন্তু কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছতে পৌঁছতে সেই কর্মভোগও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন :- সবার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই ঈশ্বরীয় মহা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কি এমন নাম হওয়া উচিত ?

উত্তর :- 'প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন', পাণ্ডব ভবন। জ্ঞান অর্থাৎ নলেজের দ্বারা সম্পদ আর বিজ্ঞান অর্থাৎ যোগের দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ করা যায়, যা পুরো ২১ জন্মের জন্য। বাচ্চারা, এভাবেই তোমাদের মানুষদেরকে মুক্তি ও জীবন-মুক্তির দিশা দেখাবার উদ্দেশ্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদর্শণী করা উচিত। এই 'জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন' নামের দ্বারাই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে।

*গীত :- হামারে তীর্থ ন্যারে হ্যায় .....।
(আমাদের এই তীর্থ এক বিশেষ ধরণের .....)*

ওঁম্ শান্তি!--এই গীতে একটা লাইন আছে যে ভক্তি-মার্গে তীর্থের নামে মানুষেরা চতুর্দিকের চারধাম ঘুরে থাকে। কিন্তু, তাতে আসলে লাভের লাভ কি বা হয় ? বাস্তবে তা তো হলো - প্রতি কল্পের সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ইত্যাদির চক্রের জ্ঞান অর্থাৎ সৃষ্টি-চক্রকে জানা। যার প্রকৃত অর্থ তীর্থ। যত বেশী করে বাবাকে স্মরণ করবে, ততই কল্পের সৃষ্টি-চক্রকে জানতে পারবে, আর তোমাদের বিকর্মগুলিও বিনাশ হতে থাকবে। অতএব বাবাকে অনেক বেশী করে স্মরণ করতে হবে, যেহেতু বিকর্মের বোঝা তোমাদের উপর যে অনেক রয়েছে।.. এটা তো জানো যে, আমাদের কর্মভোগ অনুযায়ী শারীরিক ব্যাধিও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের সঙ্গী হয়। যতদিন না আমরা কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছোচ্ছি, ততদিন পর্যন্ত্য তো কিছু না কিছু দুঃখ ভোগ করতেই হবে। নিজের একমাত্র প্রকৃত জ্ঞান আর যোগের মাধ্যমেই এই সব দুঃখ ভোগ থেকে মুক্ত হতে পারবে। আমাদের প্রধান বিষয় হলো - জ্ঞান আর যোগ। দিল্লীতে যদিও একটা জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন আছে, কিন্তু, আমাদের এটাই হলো প্রকৃত জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন। জ্ঞান অর্থাৎ নলেজ, যার দ্বারা জীবনমুক্তি ঘটে আর বিজ্ঞান অর্থাৎ মুক্তি। যোগকেই বলা হয় বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি প্রাপ্তি ঘটে। আর জ্ঞানের দ্বারা জীবনমুক্তি। অতএব জ্ঞান বিজ্ঞান ভবনের এই যুক্তিটা অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে, আর সেই কারণে এই জ্ঞান বিজ্ঞান ভবনে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রদর্শনীর আয়োজনও করতে হবে, যাতে ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবনে এসে দেশের সকল মানুষ তথা বিদেশীরাও ভারতের এই সহজ জ্ঞান ও যোগ বুঝতে সক্ষম হয়। জাগতিক মানুষেরা তো পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে থাকে। যে হিসাবে অনেকেই লিখে থাকে রীয়েল (আসল) গীতা, সেই রকম ভাবেই জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন কথাটাও লেখার প্রয়োজন। তাই বাবা নির্দেশ দেন যে, এটা আরও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে যদি তা রীয়েল (আসল) জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন, পান্ডব ভবন নামকরণ করা হয় এবং এর সাথে এটাও লিখবে - কিভাবে জ্ঞানের দ্বারা জীবনমুক্তি অর্থাত চির- সম্পদশালী ও বিজ্ঞান অর্থাৎ যোগের দ্বারা চির-সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব। আর যখন তা বোঝাবে, তখন একথাও বলবে, তার

ব্যবহারিক প্রয়োগ বুঝতে হলে, তাদেরকে অবশ্যই আসা উচিত এখানে। একবার তা বুঝতে পারলেই এটা অনুভব করবে যে, বাস্তবে প্রকৃত সুখ-শান্তি প্রাপ্তি করার জন্য নিজেদেরকে কিভাবে দেবী-দেবতা স্বরূপে জাগিয়ে তুলতে হবে। একথা শুধুমাত্র দু-একজনকে বোঝালেই চলবে না, প্রদর্শনী মেলার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকেও তা বোঝাতে হবে। এভাবেই বাবা বলেন, যুক্তি দিয়ে বোঝানোর সাথে সাথেই, ঝট্ করে কাপড়ে রং চড়িয়ে তাতে তা ছাপিয়ে ও লিখে নাও। খুব অল্প সময়েই এসব কিছু বানাতে হবে। আর তা এমন হতে হবে যাতে দেশের লোকেরা এবং বিদেশীরাও এসে সহজেই তা বুঝতে পারে। বাবা আরও বলেন, সৃষ্টি-চক্রের চিত্রটা অনেক বড় আকারের বানানো উচিত। তার পাশেই বিরাট রূপের চিত্রকে রাখতে হবে। আর তার উপরের মাথার দিকে কেবলমাত্র শিবকেই নয়, ত্রিমূর্ত্তিকে অবশ্যই রাখতে হবে। যেহেতু তার দ্বারাই প্রমাণ করতে হবে - ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। সবাইকে নিমন্ত্রণও জানাতে হবে। যদিও এইসব চিত্রগুলির দ্বারা বোঝানো অনেক সহজ, তথাপি একথা বোঝাতে হবে, পরম-পিতা পরমাত্মার দ্বারা রাজযোগ শেখার ফলেই নতুন রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। কোটি কোটির মধ্যে মাত্র কয়েক জনই ব্রহ্মা-কুমার ব্রহ্মা-কুমারী হতে সক্ষম হন, আবার তাদের মধ্যেও এমন অনেকে থাকেন যারা আশ্চর্য জনক ভাবে নিজেদের শান্ত রাখেন, খুব মনোযোগ সহকারে সবকিছু শোনেন ও বলেন। কিন্তু তবুও কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পরও তারা এখান থেকে পালিয়ে জাগতিক সংসারে মনোনিবেশ করেন। এখানে তো গরীব, ধনী ও মধ্যবিত্ত সবাই আছে। কিন্তু ধনবানরা বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

ঈশ্বরীয় পিতা তো বলেই দিয়েছেন যে, এই জ্ঞান যজ্ঞের পথে অনেক ধরনের বাধা-বিপত্তি, অত্যাচার, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি তো আসবেই। সেই বিষ অর্থাৎ কামনা না মিটলে, মেয়েরা বিবাহ করতে রাজি না হলে, তাদেরকে জোরপূর্বক মারধোর ও শারীরিক নির্যাতন করে থাকে। ঈশ্বরীয় পিতা সর্বদা একথা বলেন যে, যারা বাবার শ্রীমত অনুসারে চলবে তারা অবশ্যই শ্রেষ্ঠাচারী হবে। বাবা তো আসেন এই পতিত ভ্রষ্টাচারী দুনিয়াতেই। কারণ বর্তমানের এই রাবণ-রাজ্য তো কাম-মহাশত্রুর বিকার যুক্ত। অপরদিকে শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। যেখানে বিকারের লেশমাত্র থাকে না। তাই ঐ দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ কিভাবে পবিত্রতার সাথেই হয়- এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আরে, ওখানে (পবিত্র দুনিয়া) তো রামের রাজত্ব, তাই সেখানে বিকার রূপী বিষও নেই। আর বর্তমানের এই দুনিয়া তো রাবণ-রাজ্য। তাই রাবণকেই জ্বালানো হয়। সেই কারণে বর্তমান দুনিয়ায় কেউ শ্রেষ্ঠাচারী হতেই পারে না। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই পারেন সবাই কে শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে। যেহেতু স্বর্গ হলো "ভাইসলেস ওর্য়াল্ড" (পবিত্র দুনিয়া) আর ওখানে রাবণ না থাকায় বিকার-রূপী বিষও নেই। এখন তোমারা তোমাদের যোগবলের দ্বারা স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হতে পারবে। রাবণের বিনাশ তো হতেই হবে। যেহেতু এই সময়কালটা হলো সঙ্গমযুগ। আর এই যুগেই তোমরা সম্পূর্ণতা লাভ করছো। কারণ সত্যযুগের শুরুতে সেখানে (স্বর্গে) কোনো বিকারী আত্মাদের থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সঙ্গম যুগেই দু-ধরণের আত্মাদেরই অবস্থান এই দুনিয়ায়। সঙ্গম অর্থাৎ যেখানে ময়লা জল আর পরিষ্কার জল একত্রে মিশছে, তাকেই সঙ্গম বলা হয়। আর যখনই জল থেকে সেই ময়লা অপসারিত হয়ে যাবে, তখনই জল আবার পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এই দুনিয়ারও এখন সঙ্গমযুগ চলছে আর এই সময়েই আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন বা সঙ্গম হয়। এই নদী আর সাগরের মিলন তো পরম্পরায় চলেই আসছে, কারণ নদী তো সাগরেই এসে মিশবে। অবশ্য সেক্ষেত্রে জলের পার্থক্য তো থাকবেই। একমাত্র এই ঈশ্বরীয় বাবা ছাড়া অন্য কোনও মানুষ করওকে ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকীনাথ বানাতে পারে না। আর তোমরাই হলে সেই ত্রিকালদর্শী,

ত্রিলোকীনাথ। কৃষ্ণকেও তা বলা যাবে না কিন্তু। ত্রিলোকীনাথ অর্থাৎ যিনি তিন কালকেই জানেন সেই এক ও একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা। তাই ত্রিলোকীনাথ ত্রিকালদর্শী একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া অন্য কেউ-ই হতে পারে না। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও তিন-লোকের বা তিন-কালের এই জ্ঞান থাকে না। এছাড়া কল্পের আদি মধ্য ও অন্তের জ্ঞানও থাকে না। কিন্তু এখন তোমাদের সেই তিন-কাল ও তিন-লোকের সমস্ত জ্ঞানই আছে। অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পিতার সকল ব্রাহ্মণ সন্তানেরাই তাঁর গুণ ও পদবীর অধিকারী। যা দেবতাদেরও তা থাকে না। তাই তোমরা এখন কত উচ্চ-পদের অধিকারী হচ্ছো। যে সব আত্মারা নিজেদের ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী ভাবে, তারা অবশ্যই অন্য আত্মাদের সাথেও 'আপসমান' বা সদ্ভাব বজায় রাখতে নিজেকে সর্বদা সতর্ক রাখবে। সকল ধর্মের আত্মাদেরই নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাও আর তাতে লেখ- কিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান এর দ্বারা স্বাস্থ্যবান ও সম্পদশালী হওয়া সম্ভব, তোমরা এখানে এলে অবশ্যই তা বুঝতে পারবে। দিল্লীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবনে কত ফরেনাররা (বিদেশীরা) এসে জ্ঞান প্রাপ্ত করেন, সেখানেও এর ব্যবস্থাপনা কোরো। কারণ সবাইকে তা বোঝাতে হবে। যেহেতু আমরা এখন বিনাশের দোরগোড়ায়, তাই এই অন্তিমকালে সবাইকে তা বুঝতে হবে। আর এই বিনাশ কিন্তু অবসম্ভাবী। তাই এখন আমরা এক ও একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাকেই স্মরণ করবো, যার দ্বারা আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আর যেমন যেমন তোমাদের আত্মা শুদ্ধ হতে থাকবে তেমন তেমন তোমরাও উচ্চ পদেরও অধিকারী হতে থাকবে। এই সবকিছুর পিছনেই রয়েছে - জ্ঞান আর বিজ্ঞান। যারা মুক্তিধামে থাকতে পছন্দ করবে তারা যোগের প্রতি বিশেষ পুরুষার্থ করবে। যেহেতু তাদের আত্মায় সেই জাতীয় পার্ট ভরা আছে আর দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা জ্ঞানকেই বেশী পছন্দ করবে। বাচ্চারা, তোমাদের দিন-প্রতিদিন বাবার জ্ঞানের দ্বারা উন্নতি হচ্ছে, অর্থাৎ উর্দ্ধগামী হচ্ছো, আর জাগতিক লোকেদের কেবলই অবনতি অর্থাৎ নিম্নগামী হচ্ছে। তোমাদের হলো উত্তরণ-কলা আর অন্যদের সবার হলো অবরোহণ-কলা। কিন্তু অবশেষে প্রত্যেককেই আত্মাদের আপন ঘরে অর্থাৎ সুখধামে ফিরতে তো হবেই। আর তা যে সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই তো বাবার থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্সা যে অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু আবার এই বোধটা অনেকেরই আসে যে, কল্প পূর্বে তারা যে যেমন পদের অধিকারী হয়েছিল, যে প্রকারে তার প্রাপ্তি ঘটেছিল, আবারও তাই হবে। পরমাত্মা কিন্তু সে সবই সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে দেখতে থাকেন। ধারায় আসবে তো অনেকেই। দিন-প্রতিদিন কত ভাল-ভাল যুক্তিও প্রকাশ হতে থাকবে। 'জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন'-এর নামও খুব হবে আর খুব ভাল-ভাল চিত্রাদিও অনেক থাকবে সেখানে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় দুনিয়াদারীর ফালতু চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে কেউ কেউ তো বাঁকেবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ট্যারা বাঁকা চিত্রও বানায়, যদিও তোমাদের ওসবের দরকার নেই। স্বর্গ লোকে সকল দেবতারাই তো কত প্রকারে নৃত্য করেন, তাঁরা তো খুশিতে কত প্রকারের খেলাতেও মেতে থাকে। কিন্তু বর্তমানের এসব চিত্রকলা তো এই দুনিয়ার রীতি রেওয়াজের। আর ওখানে (স্বর্গে) রাজপুত্র, রাজকন্যারা নিজেদের মধ্যে খেলা ধুলা করে কত আনন্দ করে, কারণ ওখানে তো আর এই দুনিয়ার মতো বায়স্কোপ (সিনেমা, নাটক) ইত্যাদি নেই। যদিও এসব কথা তো তোমরা কেবল এখনই জানছো। তোমরা বাবাকেও সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছো। কিন্তু জাগতিক দুনিয়ায় মনুষেরা, তারা তাঁর কিছুই বুঝতে পারে না। তাদের বুদ্ধিতে তা আসেই না যে, শ্রীকৃষ্ণ আসলে কে, তাঁর প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে তারা খুব সামান্যই জানতে সক্ষম হয়েছে। কেবল নামটাই জানে। তাঁর নাম তো শুনেছে, খুব সুন্দর ছবিও দেখছে। তাঁকে তো আবার শ্যাম সুন্দরও বলা হয়। যখন তিনি কামরূপ কাম-চিতায় বসেন, তখন তিনি শ্যাম (কালো)-য় পরিনত হন। আবার জ্ঞান রূপ চিতায় বসলে তখন অর্ধকল্পের জন্য গোরা (ফর্সা) হয়ে যান। বুদ্ধিতে একথা ধারণ করতে হবে যে, সত্যযুগ থেকে ২১ জন্ম তিনি

খুবই সুন্দর ছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে কামরূপ কাম-চিতায় বসে বসে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপে এসে তিনিই শ্যাম (কালো) হয়েছেন। জাগতিক দুনিয়ার লোকেরা তো এটা বোঝে না যে, শ্রীকৃষ্ণকে কেন কালো দেখানো হয়েছে। কিন্তু তোমরা তো তা জানো এটা প্রকৃত পক্ষে কার চিত্র। কি ভাবেই বা তাদেরকে তা বোঝানো যায়। একে কেন শ্যাম সুন্দর বলা হয়। কিন্তু এমন নয় যে রামচন্দ্রকেও শ্যামসুন্দর বলা হয়। অথচ শ্রীকৃষ্ণকে কেন কালো দেখানো হয়েছে, সেটা তো সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। বর্তমান এই সময়ে তো সবাই কালো থেকে আরও কালোয় পরিণত হয়েছে। এই ব্যাপারটাকেই খুব ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। যতক্ষণ না খুব ভালো রীতিতে তা বুঝবে। প্রদর্শনীর মাধ্যমে খুব ভালো ভাবে শেখার সুযোগও থাকে। এমনও হতে পারে বোঝাবার জন্য বাবার জ্ঞানী-গুণী বাচ্চারাও সেখানে এসে হাজির হতে পারে। অন্য বাচ্চারা তখন তাদেরকে দেখেই শিখবে। নিমন্ত্রণ কিন্তু সবাইকেই দিতে হবে। তাতে যদি কেউ গালমন্দ করে করুক, কারণ সঙ্গমযুগে তো গালমন্দ খেতেই হবে।.... *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি অতি প্রিয় হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তাঁর ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমত অনুসারে থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে। কামরূপ মহাশত্রুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। অত্যাচারীকে ভয় পাবে না।

২) যোগবলের দ্বারা আত্মাকে শুদ্ধ বানাতে হবে। ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকীনাথ হয়ে অন্য আত্মাদেরও তোমার মতন বানানোর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে। অবশ্যই সব ধর্মের আত্মাদের বাবার খবর পাঠাতে হবে।

বরদান :- মন ও বুদ্ধির একাগ্রতার দ্বারা সকল কার্যেই সফলতা প্রাপ্ত কারী কর্মযোগী ভব

বিস্তার :- এই দুনিয়ার মানুষ মনে করেন যে, কর্মই সবকিছু। কিন্তু, বাপদাদা বলেন যে, কর্ম কোনও পৃথক কিছু নয়। কর্ম আর যোগ দুটোই একই সাথে চলে। এইরকম কর্মযোগী আত্মাদের যে কোন কর্ম, তা যে রকমই হোক না কেন, সেটাতেই তারা খুব সহজেই সফলতা প্রাপ্ত করবে। তা স্থূল কর্ম বা অলৌকিক কর্ম যাই হোক না কেন। কিন্তু যদি কর্মের সাথে যোগ তথা মন আর বুদ্ধিও একাগ্র হয়, তাহলে সফলতা সেখানে অবশ্যই বাঁধা থাকবে। কর্মযোগী আত্মারা সর্বদাই ঈশ্বরীয় পিতার সাহায্য পেয়ে থাকে।

স্লোগান :- বাবার স্নেহের রিটার্ন (ফেরত) দেওয়ার জন্য নিজের মনকে অনাসক্ত রাখ আর মনমনাভব হও ।